বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৯/৪০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯

উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং: পাঁচ দশকের ইতিবৃত্ত

আতিউর রহমান*

১। ভূমিকা

স্বাধীনতার পাঁচ দশকে বাংলাদেশের সামষ্টিক-অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে মোটামুটিভাবে পৌঁছে দেয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সকল অংশীজনকে সঙ্গে নিয়েই বাংলাদেশ এই অসামান্য অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে। এই পঞ্চাশ বছরে ধানের উৎপাদন বেড়েছে চার গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, ভূট্টা দশগুণ, সবজি পাঁচগুণ। মিঠাপানির মাছে আমরা দ্বিতীয় আর মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ১৮ বছর ধরে ফলের উৎপাদন বাড়ছে বার্ষিক সাড়ে এগারো শতাংশ হারে (রহমান, ২০২১)। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে দেশটির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিদারুণ চিন্তিত ছিলেন, সেই দেশটিই আগামী অর্থবছরে অর্ধ-ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে (শাহীন, ২০২২)। এখনই পিপিপি বা ক্রয়ক্ষমতার বিচারে এই অর্থনীতি এক ট্রিলিয়ন ডলারের। করোনাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার ধাক্কার মধ্যেও বাংলাদেশ অচিরেই দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে। ইতোমধ্যে অর্জন করেছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা। মাথাপিছু আয় এই দুর্যোগের মধ্যেও বেড়ে হয়েছে ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার (যুগান্তর, ২০২১)। বিদেশী ঋণ সহায়তা ছাড়ে রেকর্ড হয়েছে গত ছয় মাসে (তুরাগ, ২০২২)। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী সম্পদের বিচক্ষণ সমাবেশ ঘটিয়েই বাংলাদেশ তার বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে চলেছে। সমন্বিত এই উন্নয়ন কৌশল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অনন্য উচ্চতায়।

চিত্র ১: বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হারের ধারাবাহিকতা

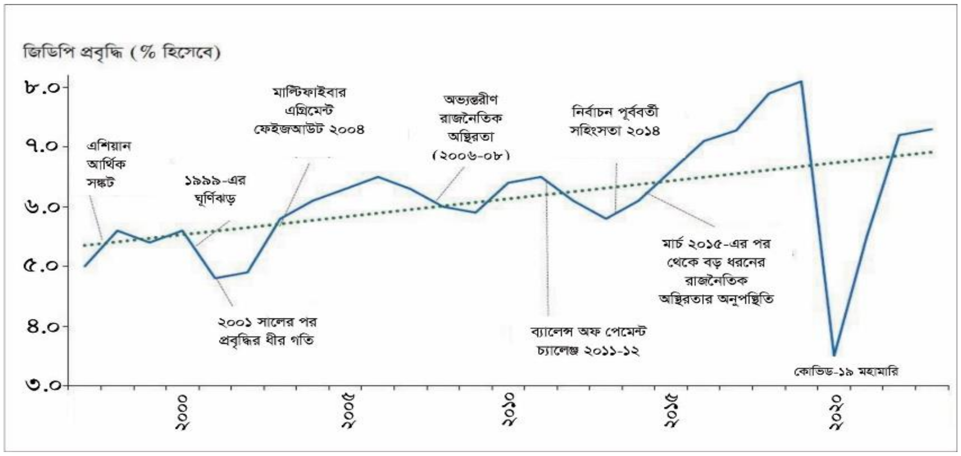

সূত্র: স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড গ্লোবাল রিসার্চ, সেপ্টেম্বর ২০২১।

*লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তৎকালীন সরকার মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শুরু করেছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক অভাবনীয় অগ্রযাত্রা। তাই মাত্র ৯৩ ডলারের মাথাপিছু আয়কে চার বছরেরও কম সময়েই ২৭৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছিল (কাশেম, ২০১৮)। বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হারিয়ে এই অগ্রযাত্রা স্থবির হয়ে না পড়লে দেশ হয়তো আরও আগেই আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে পারতো। তবে বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের পর বর্তমান সরকারের হাত ধরে দেশ আবার তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথরেখায় ফিরেছে। বিশেষত গত এক যুগে এ সরকারের নেতৃত্বে আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। ২০০৭-০৮-এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে ক্ষমতা হাতে নিয়ে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। আর সরকারকে এক্ষেত্রে যথার্থ সহায়তা দিতে চেষ্টা করেছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেই অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংক উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কী করে প্রকৃত অর্থনীতির বিকাশে অর্থকে প্রবাহিত করতে হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এক উদ্ভাবনীমূলক নীতিকৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সারা বিশ্বের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

বলা যায়, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আর্থিক খাত নিয়ে নতুন নতুন ভাবনা, বিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোনো কোনো সময় সুফল দিয়েছে, আবার কোনো কোনো সময় তা হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে প্রতিটি নীতি-উদ্যোগ থেকেই নীতি-নির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা শিখেছেন। আর্থিক খাতসহ সকল ক্ষেত্রেই এই 'করে করে শেখা'র মাধ্যমে এগোনোর প্রকৃত অর্থে বিকল্প নেই। আর বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে দাবি করা যায়। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক সফল পরীক্ষাগার হিসেবেই এ দেশকে দেখছেন আজকের বিশেষজ্ঞরা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সরকার প্রধান সম্প্রতি 'প্যারিস পিস ফোরাম'-এ যথার্থই বলেছেন- 'কৃষি, সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মাইক্রোফাইনান্সে আমাদের (বাংলাদেশের) অর্জনগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অনুসৃত হচ্ছে' (ধ্রুব, ২০২১)। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত কলেবরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন এবং সে ক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমুখী ভূমিকা নিয়ে বিবরণী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার জায়গা থেকে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণার উদ্ভব নিয়ে আলোচনার পরে নিবন্ধের তৃতীয় অংশে বাংলাদেশে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের প্রসার ও তার ফলাফলগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের উদ্ভব: অস্থির বিশ্বে নতুন বোধোদয়

অস্বীকার করার উপায় নেই, করোনা মহামারি আসার আগে থেকেই বিশ্ব অস্থির সময়ের মুখোমুখি ছিল। ওই সময় অর্থনীতিবিদরা আরও একটি বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। ২০২০-এর শুরুতে আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টিনা জর্জিয়েভা ওয়াশিংটনে পিটারসন ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমকিস-এ তাঁর বক্তব্যে "বৈষম্য আর আর্থিক খাতের অস্থিরতার ফলে 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর প্রত্যাবর্তন ঘটতে যাচ্ছে" বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন (ইনম্যান, ২০২০)। তিনি আরও বলেছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সঙ্কট এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতির বিস্তারের মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের কারণে সামাজিক অস্থিরতা এবং বাজারের অস্থিতিশীলতা আগামী দশকের প্রধান বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন-চীন বাণিজ্য দ্বৈরথ এবং বিশ্বের বিভিন্ন কোনে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা এই অনিশ্চয়তার আগুনে যেন ঘি ঢালছিল। এর মধ্যে করোনা মহামারি এসে

পরিস্থিতিকে যে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে, তা নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এর আগে এ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে বৈশ্বিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিলো, তখনকার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে, আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে 'বেইল আউট'-এর ব্যবস্থা করে দেয়া কার্যকর সমাধান নয়। এভাবে 'হেলিকপ্টারে করে সমাজের উঁচু তলায় টাকা সরবরাহ' করার বদলে বরং গরুর গাড়িতে করে অল্প অল্প করে সামাজিক পিরামিডের নিচের তলায় থাকা মানুষের কাছে টাকা পৌঁছানো বরং বেশি কার্যকর। উক্ত বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই নীতি অবলম্বন করে কেবল মন্দা মোকাবেলায় সফল হয়েছিল তাই নয়, বরং গোটা অর্থনীতিতেই এক নতুন গতি সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিল। একই সঙ্গে ক্ষুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের নানা সুযোগ সৃষ্টি করতে এগিয়ে এসেছিল। এটিই উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের মূল কথা। তবে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের এই ধারণা একদিনে দাঁড়ায়নি। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই বিশেষজ্ঞ আর নীতিনির্ধারকেরা আজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের উন্নয়নমুখী ধারার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের বিশ্ব্যব্যাপী প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী প্রথাগত কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক প্রসার আমরা লক্ষ করেছি। কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশে এর একটি বিরুদ্ধ স্রোতধারা লক্ষ করা গেলেও ওয়াশিংটন কনসেনসাস-এর পর থেকে শুধুমাত্র 'ইনফ্লেশন টার্গেটিং'- কেন্দ্রিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন আর তার বাস্তবায়নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছিল। চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে এসেই (আগে যে বৈশ্বিক মন্দার কথা বলেছি সে সময়) বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রথাগত কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের ভয়াবহ কুফলগুলো ভোগ করতে হয় ছোট বড় সকল অর্থনীতিকেই, যার প্রতিফলন দেখতে পাই বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটে। ঐ সময়ে আইএমএফ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ অলিভার ব্ল্যানচার্ড (২০১১) এই প্রথাগত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেন, 'ঐ বৈশ্বিক সঙ্কটের আগে মূলধারার অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা মনিটারি পলিসির ভূমিকা সম্পর্কে সুবিধাজনক ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলেন। ... আমরা নিজেদের বুঝিয়েছিলাম, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটিই লক্ষ্য, তা হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। ... এই সঙ্কটের অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটা জিনিসও আমরা শিখে থাকি তা হলো, মনিটারি পলিসির ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের এহেন ধারণা পুরোপুরি ভুল, আর সুবিধাজনক হলেই সেটা সঠিক হয় না।'

এই বোধোদয়ের জায়গা থেকেই উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নব-অভিযাত্রার শুরু। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান, মনিটারি পলিসির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ যেন সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে যায়, যেন পরিবেশগত সুরক্ষার পথে অন্তরায় না হয়ে সহায়ক হয়, যেন বাজারের চাহিদা (বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা) বেগবান করার কাজে লাগে এবং সর্বোপরি যেন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবেচনা, সামাজিক সুবিচার সুশাসনকে নতুন দিনের আর্থিক খাতের মূলধারায় বিবেচনা করা চাই। ইউএনইপি ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে তাই স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, 'টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য যতটা সম্ভব কার্যকর, দক্ষ ও ঘাতসহ (রেজিলিয়েন্ট) নীতি গ্রহণ ও সেগুলোর বাস্তবায়ন করে আর্থিক খাতের সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে দরকার-

১. নয়া বাস্তবতায় যে বিষয়গুলো মানুষের চাহিদা ও মূল্যের বোধকে চালিত করে, এবং যে নতুন নতুন ঝুঁকি এখন মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সেগুলো বিবেচনায় রেখে কার্যকর আর্থিক সেবা সাজাতে হবে।

২. এ সব সেবা মানুষের দোরগোড়ায় কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার যে ব্যয় সে ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে যে ধাক্কাগুলো আসবে বা আসতে পারে এবং অন্যান্য যে অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিগুলো রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলা করার মতো শক্তি (রেজিলিয়েন্স) নিশ্চিত করতে হবে।

এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য গোটা আর্থিক খাতের খোলনলচে এমনভাবে বদল করা দরকার যাতে এটি আরও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর অর্থনীতি ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন ল্যাগার্ড (২০১৯) বলেছেন, গোটা আর্থিক খাতকে 'আরও নিরাপদ, আরও টেকসই ও নৈতিক বলশালী' হয়ে উঠতে হবে। তার মতে আর্থিক খাতের সামনের এই নব উদ্দেশ্যটি কেবল নৈতিক মানদণ্ডে দরকারি তাই নয়, একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বিচারেও সঠিক। তিনি আরও বলেছেন, 'এই উদ্দেশ্য সাধনের মূলসূত্রটি হলো আর্থিক খাতকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো যাতে সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে এর সম্মিলন নিশ্চিত করা যায়, এবং সেবাগ্রহণকারী থেকে শুরু করে এ খাতের কর্মী, শেয়ারহোল্ডার, স্থানীয় জনগণ এবং সর্বোপরি আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত সকল অংশীজনের সঙ্গে এর সংযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।'

ল্যাগার্ড যে নতুন আর্থিক খাতের কাঠামোর কথা বলছেন তা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর মতে 'ভালো উদ্ভাবনী কর্মসূচির পাশাপাশি দরকার 'উন্নতর নিয়মনীতি' ও 'নৈতিকতার উন্নয়ন'। আর এগুলো নিশ্চিত করার জন্যই দরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমুখী ভূমিকা। এহেন উন্নয়নমুখী ভূমিকার মাধ্যমে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে পুরো আর্থিক খাতের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গোটা অর্থনীতির টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে, তার সবচেয়ে কার্যকর উদাহরণ হতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত ১২-১৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

৩। উন্নয়নমুখী আর্থিক খাতের নবদিগন্তঃ বাংলাদেশ ব্যাংক মডেল

'রিভিউ অফ কেইনসিয়ান ইকোনমিকস'-এ (ভলিউম নং ০১,২০১৩) প্রকাশিত নিবন্ধে ম্যাস্যাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড এপস্টেইন বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অগ্রণী ভূমিকাটি সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে। তাঁর মতে, বাংলাদেশ ব্যাংক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পেরেছে বলেই উল্লিখিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বেগবান রাখা সম্ভব হয়েছে।

এপস্টেইন দেখিয়েছেন, ওই সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানতম নীতিগুলোর মধ্যে ছিল-০১) ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান; ০২) কৃষি অর্থায়নে বিশেষ মনোযোগ; ০৩) বর্গাচাষিদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি; ০৪) সবুজ অর্থায়নের জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ; ০৫) এসএমই অর্থায়নে গুরুত্বারোপ; ০৬) নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রণোদনা; ০৭) ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পায়নের নীতি; এবং ০৮) পরিবেশবান্ধব সবুজ উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন কর্মসূচি।

চিত্র ২: ১৯৭৪-৭৫ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে ডিমাণ্ড ডিপোজিটের (কোটি টাকায়) ক্রমবৃদ্ধি

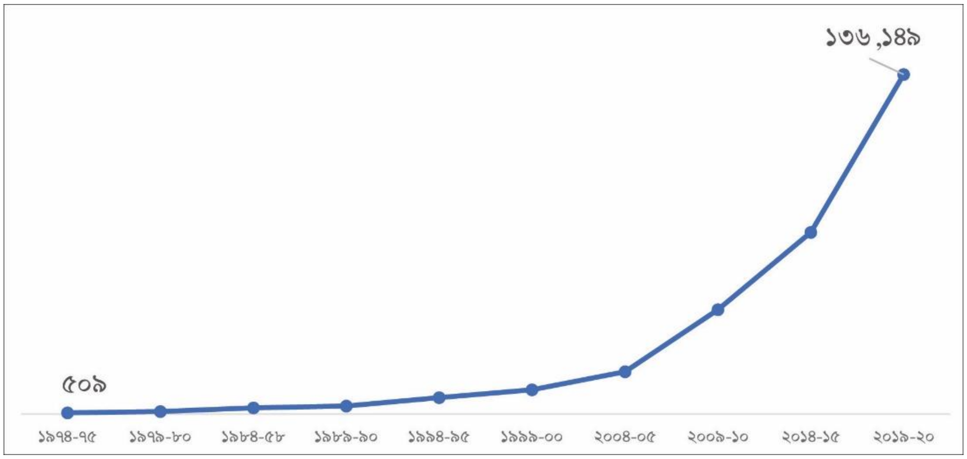

সূত্র: বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০২১, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা এবং নিজস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে আমাদের অর্থনীতিও বিশেষ চাপের মুখে ছিল। কিন্তু উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা এই সঙ্কট উত্তরণে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের রাজস্বনীতির সাথে সমন্বয় করে তখন ঐ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে উৎপাদনমুখী 'রিয়েল ইকোনমি'তে যেন সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়। ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযানের এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষি, এমএমই, নারী উদ্যোক্তা ও সবুজ অর্থায়নের মাধ্যমে সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে আর্থিক সেবা কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে সরবরাহের দিক সামলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রিজার্ভ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের গতি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এক দিকে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ যেমন হয়েছে, তেমনি মানুষের হাতে টাকাও গেছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদাও বেড়েছে সমান তালে। আমাদের প্রবৃদ্ধির মূলেও রয়েছে এই অভ্যন্তরীণ চাহিদা (৬০ শতাংশের মতো)। গত পঞ্চাশ বছর ধরেই বাংলাদেশের আর্থিকখাতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে তা অর্থ বিভাগের বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০২১-এর দুটো তথ্য থেকেই অনুভব করা যায়:

১. ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে আমাদের ডিমাণ্ড ডিপোজিট ছিল ৫০৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০-এ এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি।

২. ১৯৭৫ সালে ব্যক্তি খাতে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ২৮৯ কোটি টাকা। ২০২০-এ এসে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা। তাছাড়া ১৯৮৩ সালে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৭৯ কোটি টাকা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুসারে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ১৮১ কোটি টাকায়।

কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার এই অর্থায়ন আরও ত্বরান্বিত করেছে বলেই বাংলাদেশ খাদ্যমূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এতটা সাফল্য দেখাতে পারছে। খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ-উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল খুবই কাজে লেগেছে বলে ধারণা করা হয়।

চিত্র ৩: ১৯৭৪-৭৫ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে ব্যক্তি খাতে ঋণের প্রবাহ (কোটি টাকায়)

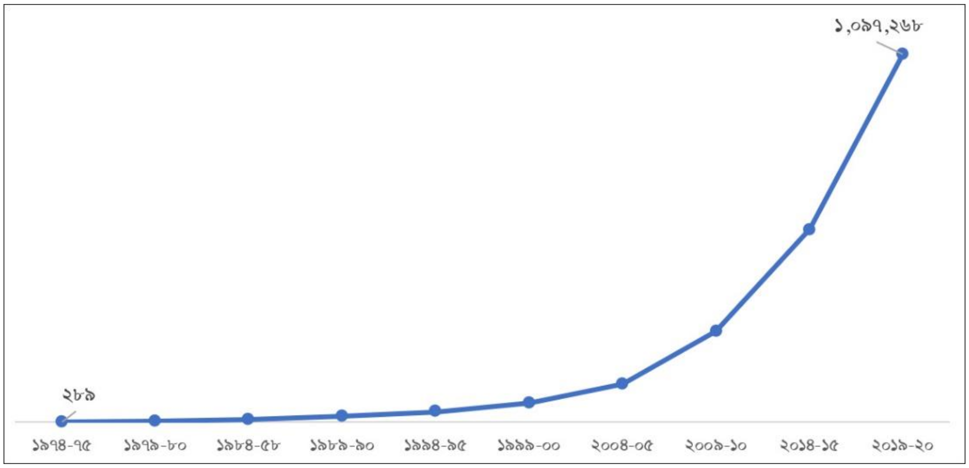

সূত্র: বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০২১, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২০০৮-০৯ থেকে শুরু হওয়া উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের এই অভিযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় পরবর্তীকালেও। বিভিন্ন সূচকে এর সুফলও নজরে পড়ে। যেমন, আইএমএফ-এর ফাইনান্সিয়াল অ্যাকসেস সার্ভের ডেটা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালে প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের জন্য ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৮ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ের ব্যবধানে এটিএম মেশিনের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। মোবাইল মানি এজেন্টের সংখ্যায় এই প্রবৃদ্ধি আরও বেশি–২০১৩ সালে ১৯২ থেকে বেড়ে ২০১৮-এ ৭৬০টি। মোবাইল মানি অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৪৬টি থেকে বেড়ে ৩২১টি। এখন প্রতিদিন শুধু মোবাইল আর্থিক সেবাতেই ২২ কোটি টাকার ওপরে লেনদেন হচ্ছে।

বলা যায়, আমাদের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নীতিগুলো অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সর্বশেষ এই করোনা সঙ্কট থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রণোদনাগুলো সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে, সেখানেও দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাই প্রধানতম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ছোট-বড় উদ্যোক্তাদের মধ্যে কারা বেশি বা কম পেল সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, করোনা যুদ্ধে ব্যাংকাররা প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে দারুণ সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে একদিকে সবার কাছে কার্যকর আর্থিক সেবা যেমন পৌঁছে দেয়া গেছে, তেমনি আর্থিক খাতের সক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের একেবারে মূলে আছে আর্থিক সেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে এই সেবা আরও সহজলভ্য ও নিরাপদ করা। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে অটোমেটিক ক্লিয়ারিং হাউস, ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস), ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, অটোমেটেড চেক প্রসেসিং, বিইএফটিএন, আরটিজিএস, এনপিএস ইত্যাদির পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং। সর্বশেষ এই করোনাকালে এসব ডিজিটাল আর্থিক সেবাদানে আমাদের সক্ষমতা সর্বস্তরের মানুষকে নিরন্তর সংযুক্ত ও সচল রেখেছে।

তাই অর্থনীতিও থেকেছে চাঙ্গা। যেমন: মহামারি শুরুর পর থেকে ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। কারণ মহামারীকালে নিরাপদে অর্থ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মানুষ এমএফএস-এর ওপর ভরসা রেখেছেন। আগের বছরের (২০২০ সালের) তুলনায় ২০২১ সালের মে মাসে এমএফএস-এর মাধ্যমে লেনদেন বেড়েছে পাঁচ গুণেরও বেশি (৭১২ বিলিয়ন টাকা) (মুর্তজা, ২০২১)। একই ধারা দেখা গেছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও। ২০২০-এর জুন থেকে ২০২১-এর জুনের মধ্যে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৩৪২ শতাংশ, রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ১৫৫ শতাংশ (চার গুণের বেশি) এবং আমানত বেড়েছে শতভাগ (প্রিন্স, ২০২১)। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোকেও অংশীদার হিসেবে ব্যবহার করার যে সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে করে দিয়েছে, সেটিও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ কর্মসূচি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক নয়া মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে।

প্রণোদনা কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সিএসএমই ও ন্যানো ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালুর উদ্যোগও নিয়েছে। ডিজিটাল অর্থায়নের অংশ হিসেবে উদ্ভাবনে মনোযোগী হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ন্যানো ক্রেডিট, ইন্টারঅপারেবল বা বিনিময়যোগ্য ইউনিক আর্থিক পরিচয় নম্বর প্রদানের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আইসিটি বিভাগ তাকে সাহায্য করছে। এই উদ্ভাবন ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা জোর গলাতেই বলতে পারি।

বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া পরিবেশবান্ধব তথা সবুজ করার প্রতিশ্রুতির জায়গা থেকে সব অংশীজনকে ‘আরও পরিচ্ছন্ন, আরও সবুজ এবং আরও নিরাপদ’ পৃথিবী গড়ে তুলতে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে (হাসিনা, ২০২০)। বিগত ১০-১২ বছর ধরে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এই প্রতিশ্রুতির জায়গা থেকেই সরকারের দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু-বান্ধব উদ্যোগগুলোকে (যেমন: মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-সহ পোশাক ও চামড়া শিল্পের সবুজায়ন, সোলার বিদ্যুতের প্রসার ইত্যাদি) সমর্থন যোগাতে কাজ করে যাচ্ছে। ৫২টি গ্রিন প্রোডাক্টের জন্য ২০০ কোটি টাকার রিফাইন্যান্স স্কিম, রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফাণ্ড, সবুজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১,০০০ কোটি টাকার টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড ও সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংকের ইএসজি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নীতিমালাসহ টেকসই অর্থায়ন নীতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সবুজ রেটিং কর্মসূচির প্রশংসা করতে হয়।

৪। শেষের কথা

উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয়। তবে একই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শিখে শিখে আরও উন্নতি করতে হবে। গত ১০-১২ বছরের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান থেকে দেখতে হবে, কোন উদ্যোগগুলো সবচেয়ে সফল হয়েছে এবং সেই সাফল্যের পেছনের কারণগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করে তার ভিত্তিতে আগামীর পথনকশা দাঁড় করাতে হবে। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনে আছে অনেক চ্যালেঞ্জ। প্রবৃদ্ধির ধারা অটুট রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাড়ন্ত আয় বৈষম্য, খেলাপি ঋণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের এগোতে হবে। যে কাজটি এক যুগেরও আগে শুরু করা হয়েছিল তার এখন বিশ্ব স্বীকৃতি মিলতে শুরু

করেছে। তাই যখন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলের প্রফেসর ব্যারি আইচেন গ্রীন বছর খানেক আগে তাঁর ‘প্রজেক্ট সিণ্ডিকেট’এর ব্লগে লেখেন, মুদ্রানীতিকে মূল্যস্ফীতির বাইরেও নজর দিতে হবে, তখন তা আর অবাক করে না। তিনি লিখেছেন, ‘Monetary policy has implications for issues beyond inflation and payments, including climate change and inequality. …The best way forward for central bankers is to use monetary policy to target inflation while directing their regulatory powers at other pressing concerns.’ তার মানে মূল্যস্ফীতি বাগে রাখা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জলবায়ু চ্যালেঞ্জ ও আয়-বৈষম্য মোকাবিলার মতো অনেক গণমুখী কাজে অবদান রাখার সুযোগ আছে। অবশ্য এক যুগেরও আগে থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এসব কাজে নেমে পড়েছে। এসব কথা মনে রেখেই আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরীক্ষিত পথেই আরও আস্থার সাথে হাঁটতে হবে। আশা করা যায়, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই চলার পথকে বরাবরের মতো আরও মসৃণ করতে দ্বিধা করবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

কাশেম, আবুল। (২০১৮)। *বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্পের বিকাশ। বঙ্গবন্ধু নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক-নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।* পৃষ্ঠা ৪১। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

তুরাগ, ত. হ.। (২০২২, জানুয়ারি ২৮)। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস বৈদেশিক সহায়তায় রেকর্ড। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*। https://tinyurl.com/yc57e8jh

যুগান্তর ডেস্ক। (২০২১, নভেম্বর ০৪)। মাথাপিছু আয় বেড়ে ২৫৫৪ ডলার। *দৈনিক যুগান্তর*, প্রচ্ছদ। ইউআরএল: https://tinyurl.com/y3pvfhf4

শাহীন, সাইদ। (২০২২, জানুয়ারি ১৪)। ক্রয় সক্ষমতার ভিত্তিতে জিডিপি অর্থনীতির আকার প্রথমবার ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াল। *দৈনিক বণিক বার্তা*, শেষ পাতা। https://tinyurl.com/yte3s96z

Anand, S. (2021 September 28). Bangladesh A compelling growth story. Standard chartered global research.

Blanchard, O. (2011). Monetary policy in the wake of the crisis. IMF Macro conference, March 2011. https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res/pdf/OB2pres-entation.pdf

Dhrubo, G. M. (2021, November 12). Hasina calls on rich countries to fulfil development commitments. *Bdneews24.com*. https://tinyurl.com/2s4h2mmt

Eichengreen, B. (2021 Feb 09). New-model central banks. Project syndicate. https://tinyurl.com/38cmvefm

Epstein, G. (2013). Developmental central banking: Winning the future by updating a page from the past. *Review of Keynesian economics*, *1*(3), 273-287.

Finance Division. (2011). *Bangladesh economic review, 2011.* Government of the People’s Republic of Bangladesh.

Hasina, S. (2020, September 28). Bangladesh PM says we must prioritize a green COVID recovery. *Financial Times*, Opinion. https://tinyurl.com/yy95t34a

IMF (International Monetary Fund). (2022 February 07). *Financial access survey*. https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C

Inman, P. (2020 January 17). IMF boss says global economy risks return of great depression. *The Guardian*. https://tinyurl.com/2s3ht4ea

Lagarde, C. (2019). The financial sector: Redefining a broader sense of purpose. 32nd world traders Tacitus lecture. London, UK.

Murtuza, H. M. (2021, July 07). MFS transactions reach a fresh record of Tk71,247cr in May. *New Age*, Business. https://tinyurl.com/2p89hc6p

Prince, S. (2021, September 27). Agent Banking expands 65% in a year. *The Business Standard*, Banking. https://tinyurl.com/4dkuvu6

Rahman, A. (2021). Sustainable Agriculture: A strong pillar of our vibrant inclusive growth momentum. Presented a keynote in a special seminar organised by the Agricultural Economics Division of Bangladesh Agriculture University held in December 2021.

UNEP. (2015). The financial system we need: aligning the financial system with sustainable development. The UNEP enquiry report.